সংবাদ

7 FEB 2017

স্কুলের নামের আড়ালে বিষাক্ত সিসা কারখানা

বিষক্রিয়ায় মরছে গরু, জনস্বাস্থ্য হুমকিতে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

আশুলিয়ার সদরপুর গ্রামে কৌশলে প্রাচীরের বাইরে স্কুলের সাইন বোর্ড টানিয়ে ভিতরে চলছে বিষাক্ত সিসা কারখানা। নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা না করে প্রশাসনেরর নাকের ডকায় চলছে অবৈধ এই বিষাক্ত সিসা কারখানা। এলাকাবাসী বার বার প্রতিবাদ জানিয়েও কোন কাজ হচ্ছে না। উল্টো প্রতিবাদকারীদের হুমকি দিচ্ছে একটি প্রভাবশালী মহল। প্রভাবশালী মহল তাদের ব্যক্তি স্বার্থের জন্য পুরো গ্রামকে ঝুঁকির মধ্যে রেখেছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো। এদিকে সিসা কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়ার ছাই ছড়িয়ে পড়ছে গ্রামজুড়ে। সিসা কারখানার বিষাক্ত ছাই ঘাসের সঙ্গে মিশে গবাদি পশু বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। এরমধ্যে বিভিন্ন খামারীর প্রায় ১০ টি গরু মারা যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। অসুস্থ হয়ে পড়েছে আরও অনেক গবাদি পশু। আবাদি জমিতে কৃষকের ফলন কমে গেছে। শুধু তাই না বাড়ছে শিশুসহ অন্যদের রোগ বালাই। এই গ্রামের প্রায় ১০ হাজার মানুষ এখন স্বাস্থ্যঝুঁকিসহ নানা সমস্যা রয়েছে।

এলাকা অনেকেই অভিযোগ তুলেন পুলিশ ডিবি ও প্রশাসন ম্যানেজ করেই চলছে এসব অবৈধ কারখানা। কারণ বার বার জানিয়েও তারা কোন সমাধান পাচ্ছে না।

এদিকে নাম প্রকাশ না করার শর্তে সিসা কারখানার এক শ্রমিক বলেন, শুধু আমাদের এই কারখানায় আসছেন কেন? সাভার আশুলিয়া ও ধামরাইয়ে ৮টিরও বেশি এই অবৈধ সিসা কারখানা রয়েছে। জমির মালিক সব জেনে শুনে এই জমি ভাড়া দিয়েছেন। পুলিশ, ডিবি ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের ম্যানেজ করে চলছে এই অবৈধ কারখানাগুলো চলে। ক্ষতিগ্রস্ত কয়েক খামারীরা জানান, সিসা কারখানার তৈরি পর থেকে হঠাৎ করে গরুগুলো অসুস্থ হয়ে পড়ছে। ইতিমধ্যে অনেক গরু মারা গেছে। অসুস্থ রয়েছে আরও কয়েকটি গরু। স্থানীয় পশু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলেও রোগ নির্ণয় হয়নি। তাদের পরামর্শে সাভারের বড় পশু চিকিৎসকের কাছে গিয়ে উপায় মেলেছে। ধারণা পেয়েছে সিসার বিষাক্ত ধোঁয়ার ছাই মাখানো ঘাস খেয়ে গরু অসুস্থ হচ্ছে ও মরছে। দ্রুত এই বিষাক্ত কারখানার বন্ধের অনুরোধ জানান তারা। না হলে অনেক পরিবারকে পথে বসতে হবে। আরেক কৃষকের কাছে গিয়ে দেখা যায়, গরুর মৃত্যুতে কৃষক ফিরোজ মিয়া কেঁদছেন। লাখ টাকা দাম ও দিনে ৮ লিটার দুধ দেয়া গরুই ছিল তার সংসারের আয়ের একমাত্র উৎস। বার বার বিলাপ করে বলছেন, এখন কিভাবে চলবে তার সংসার। এছাড়া এলাকাবাসী সাহাবুদ্দিন, হাফিজা বেগম ও তাহেরসহ অনেকে জানান, পরিবারের অনেকের পাতলা পায়না ও বুমিসহ নানা ধরনের অসুখ বিসুখে ভোগছেন। বিশেষ করে শিশুরা বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এমনি বিষাক্ত কারখানার ধোঁয়ার ফলে নাক চেপেও চলাচল করতে কষ্ট হচ্ছে তাদের। শাক সবজি আগে যে ফলন পেত, সেই জমিতে এখন ফলন অনেক কমে গেছে। গাছের উপর বিষাক্ত ছাই পড়ে পাতার রং বদলে যাচ্ছে। মরে যাচ্ছে অনেক গাছ। সদরপুর গ্রামের গিয়ে দেয়া যায়, টিনের প্রাচীর ঘেরা একটি জায়গা। প্রাচীরে গায়ে টানানো আছে দুর্গাপুর মডেল স্কুলের শিক্ষার্থী ভর্তি বিজ্ঞপ্তি। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রতি নানা লোভনীয় প্রস্তুতির কথা। ক্লাস শুরু ২ জানুয়ারি। তবে প্রাচীরের ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই হতবাক। নেই কোন শ্রেণীকক্ষ। নেই কোন শিক্ষক শিক্ষর্থী। খোলা জায়গায় কয়েকজন পুরনো ব্যাটারি ভেঙ্গে ভিতরের সিসা আলাদা করছে। কাজ করা শ্রমিকরা জানান, বিভিন্ন রিকশা, অটোরিকশা ও আইপিএস থেকে পুরনো ব্যাটারি সংগ্রহ করে। পরে ব্যাটারি থেকে সিসা আলাদা করে রাতে আগুনে পোড়ানো হয়। কয়েকদিন পর পর গাড়ি এসে নিয়ে যায়। তবে কি তৈরি হয়। অনুমতি আছে কিনা। এতে স্বাস্থ্যঝুঁকি ও পরিবেশের ক্ষতি কোন হচ্ছে কিনা। কিছুই জানা নেই। এমনকি মালিক কথাও বলতে পারে না তারা। বাইরে স্কুলে সাইন বোর্ড, ভিতরে বিষাক্ত কারখানা। জানতে চাইলে এই প্রসঙ্গে জমির মালিক মো. রুবেল হোসেন মন্ডল কোন সদোত্তর দিতে পারেনি। গদবাঁধা সাফাইয়ের মতো করে জানান, তিনি প্রথমে বুঝতে পারেননি এই ধরণের বিষাক্ত কারখানা হবে। এলাকাবাসীর অভিযোগে কারখানা দ্রুত সরিয়ে নেয়ার কথা বলেন। তবে কারখানার মালিক মোঃফজলু দেওয়ানের সঙ্গে তার মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। এমনকি শ্রমিকরা মালিককে দেখেননি বলে জানান। এ বিষয়ে অবসর প্রাপ্ত মানিকগঞ্জ জেলা প্রাণী সম্পদের কর্মকর্তা পশু চিকিৎসক দেলোয়ার হোসেন মোল্লা জানান, খামারিদের কাছে গরু রোগের বিবরণ শুনে বুঝতে পারি গরুগুলো বিষক্রিয়া আক্রান্ত। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র দেই। ধীরে ধীরে গরুগুলো সুস্থ হয়ে উঠে। রোগের অনুসন্ধানের জন্য কথা বলে জানতে পারি খামারের কাছাকাছি একটি সিসা কারখানা রয়েছে। তখনই বুঝতে পারি সিসার বিষাক্ত ছাই ঘাসের ওপর পড়ছে। সেই ঘাস খাওয়ার ফলে বিষক্রিয়া আক্রান্ত হচ্ছে গরু।

তিনি আরও জানান, গরু ও জনমানুষের জন্য এ ধরনের বিষাক্ত কারখানা খুবই ক্ষতিকারক। দ্রুত এই কারখানা সরিয়ে নেয়ার আহবান জানান। এ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আব্দুল হাই জানান, ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জসহ বিভিন্ন থানায় এই ধরনের অবৈধ ও বিষাক্ত সিসা কারখানার খোঁজ পাওয়া গেছে। সবগুলো মনিটরিং করা হচ্ছে। পরিবেশ জন্য ক্ষতিকর এমন অবৈধ কারখানা চলতে দেয়া হবে না। তাদের নোটিশ দেয়া হচ্ছে। নিয়ম না মানলে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার কথাও তিনি জানান। এদিকে সিসা কারখানার বিষয়ে আশুলিয়া রাজস্ব সার্কেলে নিবাহী ম্যাজিস্ট্রেট বিকাশ বিশ্বাস বলেন, জনমানুষ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক এমন কোন কিছু প্রমান পেলে মোবাইল কোর্টের আওতায় শাস্তির দেয়া হবে। খোঁজ নিয়ে সত্যতা পেলে এই বিষয়েও ব্যবস্থা নেবেন বলেও জানান তিনি।

আশুলিয়া

'পুলিশ, ডিবি ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের ম্যানেজ করে চলছে অবৈধ কারখানা'